ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল প্রকাশে কেন এই বিলম্ব

বিমল সরকার

৬, ১০, ১৫ ও ১৬ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থিত ৪টি প্যানেলভুক্ত এবং বেশ ক'জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ২১১ জন প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এ নির্বাচনে। ভোটারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩১ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা হচ্ছে সিনেট। এ সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল নির্বাচন এবং শিক্ষার উন্নয়নসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিচালনায় নীতি ও কার্যবিধি রচনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। ফলে সিনেট নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্যানেলভুক্ত প্রার্থী এবং তাদের সমর্থক শুভানুধ্যায়ীরা নিজেদের প্রার্থীতার অনুকূলে ভোট সংগ্রহের কাজে বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধভাবে তারা জনসংযোগ, পরিচিতি সভা করছেন। দল নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র প্রার্থিরাও বসে নেই। যে যার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব তৎপরতার খবরাখবর জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে।

সিনেট নির্বাচন নিয়ে শুরু করলেও আমার লেখার আসল লক্ষ্য কিন্তু সিনেট নির্বাচন নয়। আমি এই নির্বাচনে একজন সাধারণ ভোটার। সে হিসাবে বিভিন্ন পরিষদের আহ্বায়কগণ নিজ নিজ প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের পরিচয় পরিচিতি তুলে ধরে আমার কাছেও পুস্তিকা, চিঠি প্রেরণ করে ভোট প্রার্থনা করেছেন। কোন কোন প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছেন। পরিচয়-পরিচিতি সম্বলিত পুস্তিকাগুলো পাঠ করে জানা গেছে, বেশ কিছুসংখ্যক প্রার্থী যাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা এক ডজনের কম হবে না। দেশী-বিদেশী নামি-দামি বিভিন্ন ডিগ্রির অধিকারী এসব প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনই অবকাশ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এটা হচ্ছে তাদের সাদামাটা একটা পরিচয়। শিক্ষকতার বাইরে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন/সংস্থার সঙ্গে তারা এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, যে কেউই সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন তারা প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস, প্রতিটি বছর এবং এমনকি বছরের পর বছর কি ব্যস্ত জীবন কাটান। সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ক'জন শিক্ষক। একটি কথা প্রচলিত আছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষক শিক্ষকতার বাইরে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন/সংস্থার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, এতে স্বাভাবিক শিক্ষাদান কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হয়। অনেকে সরাসরি জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং কনসালটেন্সি আছে অনেকের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের বিষয়টি আবারও পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম হয়ে আসছে বলেই এখানে এসব বিষয়ের অবতারণা। সিনেট নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদের পাশাপাশি গত ১লা জুন 'সংবাদ'-এ "অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব" শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয় "অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিতে হল। চিঠি দিতে হল ১১টি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং পরীক্ষা কমিটির প্রধানদের। চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অবিলম্বে অনার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার জন্য। ... এ বিভাগগুলোর প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের অনার্স পরীক্ষা ১০ মাস আগে শেষ করেছে, কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। ...শিক্ষকদের খাতা দেখা সম্পন্ন না হওয়ার কারণেই ফল প্রকাশে দেরি হচ্ছে বলে জানা গেছে। ...এদিকে ছাত্ররা পড়েছে মুশকিলে। অনার্সের ফল প্রকাশিত হয়নি বলে তারা এর পরবর্তী শিক্ষা জীবনে যেতে পারছে না। উপস্থিত ক্ষেত্রে অনেকের ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না ফল প্রকাশিত না হওয়ার কারণে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের পারফরমেন্সে হতাশ....।"

কিন্তু কথা হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা এবং ফল প্রকাশের ব্যাপারে আর কতকাল এভাবে পত্র-পত্রিকার শিরোনাম হবেন? এটা বহুল আলোচিত যে, কেবল খাতা দেখা নয়, দৈনন্দিন ক্লাস নেবার ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চরম অনীহা ও অবহেলা প্রদর্শন করে থাকেন। সকলেই নন, অনেক শিক্ষকই একাডেমিক কাজ কর্মের চাইতে রাজনীতি, ব্যক্তিগত ব্যবসা, কনসালটেন্সিতে অধিক সময় ব্যয় করেন। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কোন কোন শিক্ষক এমনভাবে জড়িত যে, তাদেরকে PER TIME TEACHER আর FULL TIME POLITICIAN বা SOCIAL WORKER বলাটাই বোধকরি অধিক যুক্তিযুক্ত।

গত বছরের শেষ দিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং মাস্টার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্বের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ ক'টি লজ্জাজনক, অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা। পত্র পত্রিকায় এসবের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল না পাওয়ায় 'বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান' পালন করে সিলেটের ছাত্রছাত্রীরা। চট্টগ্রামের অনার্স পরীক্ষার্থীরাও অনুরূপ অনুষ্ঠান করে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল সে সময়। কোথাও কোথাও সাংবাদিক সম্মেলনে এবং বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও ফল প্রকাশ না করায় বিভাগীয় শিক্ষকদের কক্ষে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা ফল প্রকাশে এ হেন বিলম্বের জন্য পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবহেলা, গাফিলতি, উদাসীনতা, একাডেমিক কাজ কর্মের চাইতে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং কনসালটেন্সিতে তাদের অধিক মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করে দ্রুত ফল প্রকাশের দাবি জানিয়ে উপাচার্য মহোদয়ের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিল। উপাচার্য অবশ্য পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে ফল প্রকাশে এহেন বিলম্বের কারণ খুঁজে, বের করার জন্য বিভাগীয় প্রধানদের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিকভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ সকল শিক্ষক আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্যোগ নিলে পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশ করা যায় এমন নজিরও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে। নৃ-বিজ্ঞান ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচটির অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ২২-১০-৯৮ তারিখ শেষ হয় এবং মাত্র এক মাস পর ২২-১১-৯৮ তারিখে ফলাফল প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া সকল বিভাগের প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীর ক্লাস ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই শুরু হয়। পুরো ব্যাচের মধ্যে কেবলমাত্র নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অনার্সই সাড়ে তিন বছরে সম্পন্ন হল। কলা, সামাজিক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা সবে যখন পরীক্ষা দেয়া শুরু করেছে ততদিনে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সদ্য অনার্স উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা গত বছরের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণেরও সুযোগ পেয়েছে। পাশাপাশি ওদেরই সহপাঠী সতীর্থরাও '৯৮ সালের বিসিএস পরীক্ষা তো দূরের কথা '৯৯ সালের ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করতে পারছে না অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি বলে।

তারিখ ... JUN 15 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২